

সনাতন শাস্ত্র মতে, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মলিন কখন কোন সময় পাপ হয়ে থাকে?

সনাতন শাস্ত্র মতে, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মলিন কখন কোন সময় পাপ হয়ে থাকে?

শাস্ত্রে দাম্পত্য জীবনে দৈহিক মলিনের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সময় ও তথ্যিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শাস্ত্রমতে, এই বিশেষ সময়ে মলিন করলে তা কেবল পাপ হিসেবে গণ্য হয় না, বরং দম্পতির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর এবং অশুভ প্রভাব সৃষ্টি করে।

সনাতন শাস্ত্র মতে, স্বামী ও স্ত্রীর দৈহিক মলিন মাসে 2 বারের বেশি শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (গৃহস্তরে ব্রহ্মচর্য পালন কারণেই)

1. নিষিদ্ধ তথ্যি: অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা--এই তথ্যিগুলিকেও শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

2. a) দ্বিভাগ (দিনের বেলো): শাস্ত্রে দিনের বেলো শারীরিক মলিন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বলা হয়, দিনের বেলো মলিনের ফলে শরীরের তেজে বা ওজঃ কমে যায় এবং পরবর্তী সন্তান স্বল্পায়ু বা রুগ্ন হতে পারে।

b) সন্ধ্যাবেলো (প্রদোষ কাল): গোখুলি বা সন্ধ্যার সময়টি হলো উপাসনা ও ধ্যানের সময়। এই সময় মহাদেব ও দেবতার চরণ করনে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই এই সময়টি অশুভ ফলদায়ক।

3. মাসিক ঋতুচক্র (Menstrual Cycle)

* স্ত্রীর ঋতুস্রাবের প্রথম চার দিন শারীরিক মলিন শাস্ত্রীয় ও স্বাস্থ্যগত উভয় দিক থেকেই নিষিদ্ধ। একে 'অশুচি' সময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

4. বিশেষ ধর্মীয় ও শোকের সময়:-

a) পবিত্র উৎসবের দিন: জন্মাষ্টমী, শিবরাত্রি বা দুর্গাপূজার মতো বড় উৎসবের দিনে।

b) অশটচ কাল: পরিবারে কেউ মারা গেলে বা সূতিকা অবস্থা (সন্তান জন্মের পর নির্দিষ্ট সময়) থাকাকালীন।

c) শ্রাদ্ধ তর্পণ: পিতৃপুরুষের তর্পণ বা শ্রাদ্ধের দিনে।

5. গর্ভাবস্থা ও বিশেষ অবস্থা:-

- a) গর্ভাবস্থা: গর্ভধারণের নব্বি দশটি মাস পর থেকে মলিন এড়িয়ে চলা উচিত (আয়ুর্বদে ও স্বাস্থ্যসম্মত কারণে)।
- b) অসুস্থতা: স্বামী বা স্ত্রীর কউে অসুস্থ থাকলে জোরপূর্বক মলিন পাপরে পর্যায়ভুক্ত।

শাস্ত্র অনুযায়ী, গৃহস্থ জীবনে কামকে 'যজ্ঞ' বা পবিত্র কাজ হিসেবে দেখা হয় যদি তা নয়িম মনে করা হয়। নয়িমহীন এবং কবেল অতি-আসক্তিমূলক মলিনকে 'রাক্ষসী প্রবৃত্তি' বলা হয়, যা মানুষের তজে ও আয়ু ক্ষয় করে।

